DEC. 22 2000
তারিখ ... পৃষ্ঠা ... 4 ... কলাম ... 7

পাঠ্যপুস্তক : ছাত্রছাত্রীদের দুর্ভোগের প্রতিকার আছে কি

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের ছাত্রছাত্রীরা এবারও সময়মতো তাদের পাঠ্যপুস্তক হাতে পাচ্ছে না, একথা এখন নিশ্চিত করেই বলা চলে। ১৯৯৪ সালে পাঠ্যপুস্তক ছাপানোতে যে বিলম্ব ও অনিয়ম শুরু হয়েছে তা এখনও অব্যাহত আছে। প্রতিবারই পাঠ্যপুস্তক ছাপানোতে বিলম্বের 'যুক্তিসঙ্গত' কারণ উল্লেখ করা হয়। কিন্তু শুধু বাংলাদেশের স্কুল ছাত্রছাত্রীদের ওই ভাগ্যবিড়ম্বনা বছরের পর বছর ধরে চলবে কেন তার কোন ব্যাখ্যা নেই।

এ বছর দেশে হরতাল, বন্যা, মহামারি অথবা কোন ধরনের অর্থনৈতিক বিপর্যয় ছিল না। শিক্ষাখাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দের জন্য টাকা পয়সার অভাব নেই। বহুদিনের পোড়খাওয়া ও অভিজ্ঞ 'জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড' দেশে বহাল তবিয়তে আছে। পাঠ্যপুস্তকের মুদ্রণ ও সময়মতো বিতরণ এবার নিশ্ছিদ্র হওয়ার কথা। কিন্তু এবারও হলো না। বিএনপি সরকারের আমলে যা শুরু হয়েছে, আওয়ামী লীগ সরকারের আমলেও তা অব্যাহত থেকে গেল। পাঠ্যপুস্তকের অনিশ্চয়তা থেকে কোমলমতি ছাত্রছাত্রীরা এবারও পরিত্রাণ পেল না। তারা কি অপরাধ করলো যে পাঠ্যপুস্তকের অভাবে তাদের দুর্ভোগ পোহাতে হবে। বছরের প্রথমে এক মাস হোক, দু মাস হোক আর তিন মাস হোক পাঠ্যপুস্তক ছাড়া পড়াশোনা হবে কি করে তা শিক্ষা কর্মকর্তারা বলতে পারবেন না, অথচ তারা সম্মিলিতভাবে এর জন্য দায়ী। কেননা শেষ বিচারে ছাত্রছাত্রীরা যেন সময়মতো বই পায় তার দায়িত্ব তাদেরই। তারা এ কাজে বার বার ফেল মারছেন কেন?

গত কয়েক বছর ধরে দেখা যাচ্ছে, পাঠ্যপুস্তক ছাপানোর প্রশ্ন উঠলেই জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের সঙ্গে দেশের মুদ্রক ও প্রকাশক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে নানা ধরনের বিতর্ক ও মতানৈক্যের সৃষ্টি হয়। একদিকে বোর্ড এবং অন্যদিকে পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি, মুদ্রণশিল্প সমিতি এবং পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও বিপণন সমিতি। এই তিন সমিতি প্রতিবারেই পাঠ্যপুস্তক ছাপানোর দর ও দরপত্র নিয়ে বোর্ডের সঙ্গে বড় ধরনের বিতর্কে জড়িয়ে পড়ে। এই মুক্তবাজার অর্থনীতিতেও তারা টেন্ডারে অংশ নেয়ার বদলে মুদ্রণ, বাঁধাই ও বিতরণের ব্যাপারে দরদাম নিয়ে দেনদরবার শুরু করে। পাঠ্যপুস্তক যেন একেবারেই ছাপানো না হয় তার হুমকি দেয়। শেষ পর্যন্ত একটা 'সমঝোতার' মাধ্যমে পুস্তক ছাপানো শুরু হয়, তবে ইতোমধ্যে অনেক পানি গড়িয়ে যায়।

এবার পাঠ্যপুস্তক ছাপানোর ব্যবস্থাপনায় কিছুটা ব্যতিক্রম দেখা গেল। দেশের মুদ্রক ও প্রকাশকরা এবার দরপত্রে অংশ নিয়ে দেশের তিনটি প্রতিষ্ঠানের সর্বনিম্ন দরের কাছে হেরে গেছে। সমস্যা হচ্ছে সর্বনিম্ন দরপত্র দিয়ে যারা কাজটা পেয়েছিলেন তাদের অভিজ্ঞতার অভাবেই হোক, আর অন্য কোন কারণে হোক গত ৩০শে নভেম্বরের মধ্যে ছাপানোর কাজ শেষ করার কথা থাকলেও তা পারেনি। তারা সাব কন্ট্রাক্ট দিতেও সফল হয়েছে বলে মনে হয় না।

গত মঙ্গলবার আমাদের মুদ্রক ও প্রকাশকদের তিন সমিতির নেতৃবৃন্দ এক সংবাদ সম্মেলনে পাঠ্যপুস্তক বোর্ড এবং মুদ্রণের ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানকে পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ সংকটের জন্য দায়ী করলেন। সর্বনিম্ন দরদাতা না হলেও এবং মুদ্রণ ঠিকাদার না হয়েও তিন সমিতির সদস্যরা নাকি এখনও বই ছাপানোর দায়িত্ব নিতে রাজি আছেন। এতদিনের অভিজ্ঞতার পরও মুদ্রক ও প্রকাশকদের দর বেশি হলো কেন এবং অন্যান্য বছরের মতো কেন তারা কাজ পেলেন না, তার কোন ব্যাখ্যা কেউ দিলেন না। অনিয়মের অভিযোগ তারা করলেন। কিন্তু শিক্ষার্থীদের জিম্মি করার কথা কিছুই বললেন না।

পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ, বিতরণ ও বিপণনে অব্যাহত নৈরাজ্যের জন্য পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারাও দায়িত্ব অস্বীকার করতে পারেন না। পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহেও পাঠ্যপুস্তক কিভাবে ছাপাতে হবে সে সম্পর্কে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। বিভিন্ন পাঠ্যপুস্তকের সংশোধন ও পরিমার্জনা নিয়েও তাদের টিলেমির অন্ত নেই। পাঠ্যপুস্তক সময়মতো কেন ছাপানো সম্ভব হচ্ছে না তার 'কালেক্টিভ রেসপনসিবিলিটি' সবার ঘাড়েই পড়ছে। ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান তার মধ্যে একটি। সংশ্লিষ্ট কেউই অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করছেন না। পরিতাপের বিষয় হলো, দুর্গতি হচ্ছে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের ছাত্রছাত্রীদের, বছরের পর বছর ধরে।